চার তরুনের তৈরী করেছে মেডিকেল বিষয়ক একটি ওয়েব পোর্টাল

আইসিটি সেক্টরের একটি উল্লেখযোগ্য দিক ওয়েব পোর্টাল। বিশেষ করে বর্তমান বিশ্ব যেখানে অনেকটাই ইন্টারনেট নির্ভর সেখানে ইন্টারনেটে আমাদের উপস্থিতি বেশ কম। আর আমাদের দেশীয় ওয়েব পোর্টাল তেমন একটা জনপ্রিয়তা পায়না বিভিন্ন কারনে। তার একটি উল্লেখযোগ্য কারন ইন্টারনেট সহজলভ্যতা। আমাদের দেশের সামগ্রিক জনসংখ্যার তুলনায় ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা একেবারেই নগন্য। তাই দেশীয় ওয়েব পোর্টালগুলোও তেমন একটা জনপ্রিয়তা পায়না। কিন্তু এরই মাঝে পিপলস ইউনিভার্সিটি অফ বাংলাদেশের চার তরুন তৈরী করেছে মেডিকেল বিষয়ক একটি ওয়েব পোর্টাল। আসুন জানা যাক তাদের এই ওয়েবপোর্টাল এবং একইসংগে তাদের সম্পর্কেও।

কি আছে এই পোর্টালে?

ব্লাড ডোনার: এই বিভাগে রক্ত দাতার তথ্য থাকছে। কারো রক্তের প্রয়োজন হলে রক্তে গ্রুপ অনুযায়ী রক্ত দাতার নাম, ঠিকানা, ফোন নম্বর ইত্যাদি তথ্য পাওয়া যাবে এখান থেকে। এছাড়া লোকেশন অনুযায়ী রক্ত দাতা র্সাচ করার অপশন ও আছে এখানে। যদি কেউ রক্ত দাতা হতে চায় তাহলে সে ওয়েব সাইটটিতে ব্লাড ডোনার হিসেবে সাইন আপ করতে পারবে এবং পরবর্তিতে লগ ইন করে যে কোন ইনফরমেশন পরিবর্তন করতে পারবে। একইভাবে রয়েছে আই ডোনার ও কিডনী ডোনার বিভাগ দুটি।

ব্লাড ব্যাংক: দেশে যতগুলো ব্লাড ব্যাংক রয়েছে তার নাম, ঠিকানা ও ওয়েব সাইট এর ঠিকানা পাওয়া যাবে এ বিভাগে। যদি কারো রক্তের প্রয়োজন হয় তাহলে এই তথ্য অনুযায়ী যোগাযোগ করে রক্ত সংগ্রহ করতে পারবেন।

মেডিকেল নিউজ: নতুন নতুন স্বাস্থ্য সম্পর্কিত খোঁজ-খবর বিশেষ করে নতুন কোন রোগ তথা মেডিকেল সাইন্সের বিভিন্ন নব উদ্ভাবিত বিষয় ইত্যাদি রয়েছে এই সেকশনে।

মেডিকেল টিপস: এ বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন রোগের প্রাথমিক চিকিৎসা, নির্দেশনা, পরার্মশ ও প্রতিকারের উপায় সম্পর্কিত বিষ্চারিত বর্ণনা যা বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের কাছ থেকে সংগ্রিহীত। এর মাধ্যমে কোন ব্যক্তি এই পোর্টালে দেয়া তথ্যের সাথে তার সমস্যা মিলিয়ে নিজেই নিজের প্রাথমিক চিকিৎসা করতে পারবেন।

হাসপাতাল: ওয়েব পোর্টালের এই বিভাগে রয়েছে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ের বিভিন্ন হাসপাতাল ও ক্লিনিকের নাম, ঠিকানা ও বিভিন্ন বিভাগ সম্পর্কিত তথ্য যা একজন রোগীকে সঠিক সময়ে সঠিক হাসপাতাল বা ক্লিনিক খুঁজে পেতে সহায়তা করবে। দেশের বাইরের বিভিন্ন গুরুত্বপুর্ন হাসপাতালের ঠিকানাও খুব শীঘ্রই যুক্ত করা হবে এই ওয়েবসাইটে।

ডায়াগনষ্টিক সেন্টার: এই বিভাগে রয়েছে বিভিন্ন ডায়াগনষ্টিক সেন্টারের নাম, ঠিকানা ও কি কি বিষয়ের উপর পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয় এবং তাদের রেট সহ বিভিন্ন তথ্য।

মেডিকেল কনসালটেন্সি: অসুস্থ ব্যক্তি নিজের অবস্থানে থেকে ইন্টারনেটের মাধ্যমে বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের কাছ থেকে সমস্যার সমাধান খুব সহজে পেতে পারবেন। এমন অনেক ব্যাক্তি রয়েছে যারা গোপন জটিল রোগে ভুগছে কিন্তু লজ্জার কারণে পরিবারের কাছে প্রকাশ করতে পারেনা তাদের জন্য এই বিভাগটি গুরুত্ব পূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এবং তার সমস্য ডাক্তারের সাথে অনলাইনের মাধ্যমে সমাধান করতে পারবেন।

উদ্যোক্তাদের মতামত

পিপলস ইউনিভার্সিটির কম্পিউটার সাইন্স বিভাগ এর শেষ বর্ষের চার ছাত্র মোঃ মহিউদ্দিন ফরাজী, মোঃ আরশাদ হোসেন, মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ ও মোঃ ওয়ালীউল্লাহ শিবলী। এই ওয়েবপোর্টালের উদ্যোক্তা এবং একইসাথে ডেভেলপার তারা। হঠাৎ করে এধরনের ওয়েবসাইট করার কারন জানতে চাইলে এই প্রজেক্টের অন্যতম ডেভেলপার এবং উদ্যোক্তা মোঃ আরশাদ হোসেন জানান, ‘বিশ্বের উন্নত দেশগুলোতে যখন ইন্টানেটের মাধ্যমে এক দেশ থেকে অন্য দেশের চিকিৎসা সুবিধা গ্রহন করা যায়, যেখানে ওয়েবে দেশের প্রত্যেকটি মানুষের পরিপূর্ন তথ্য পাওয়া যায়, সেখানে আমাদের দেশের ডাক্তার ও হাসপাতাল এর মত গুরুত্বপুর্ণ তথ্যাবলীর জন্য কোন ডাটাবেজ নেই। যে কারণে অনেক সময় গুরুতর আহত রুগীকে সঠিক ডাক্তার অথবা হাসপাতালে পৌছানোর পুর্বেই রোগীর অবস্থা আরো গুরুতর হয়ে পড়ে। এ সব সমস্যার কথা ভেবে আমরা প্রথমে শুধুমাত্র ডাক্তারদের তথ্য সংগ্রহের জন্য একটি ডায়নামিক ওয়েব পোর্টাল তৈরীর কথা চিন্তা শুরু করি। এরপর ইন্টারনেটে সার্চ করে এধরণের কিছু ওয়েবপোর্টাল খুঁজে পাই যেখানে বাংলদেশের ডাক্তারদের ইনফরমেশন পাওয়া যায় কিন্তু এসব সাইটগুলোর প্রায় সবকটিই হল স্টেটিক এবং খুব অল্প পরিমানের তথ্য সেখানে সংরক্ষিত আছে। এসব দেখে এবং মার্কেটের প্রয়োজনীয়তার উপরে নির্ভর করে আমরা সম্পূর্ন ডায়নেমিক ওয়েব পেটাল হিসেবে www.medinetbd.com এর কাজ শুরু করি।’

ওয়েবসাইটটির ডিজাইন সংক্রান্ত এক প্রশ্নের জবাবে অপর ডেভেলপার মোঃ মহিউদ্দিন ফরাজী জানান, ‘ওয়েবসাইট তৈরীর সিদ্ধান্ত নেয়ার পরে প্রথমে আমরা ডাক্তার, হাসপাতাল, ব্লাড ডোনার ও ব্লাড ব্যাংক ইত্যাদির কাছ থেকে কিছু ইনফরমেশন সংগ্রহ করি। এসব তথ্য নিয়ে আমরা এনালাইসিস করে ডাটাবেইজ এর স্ট্রাকচার তৈরী করি। এনালাইসিস এর কাজ শেষ করে অ্যাডোবি ফটোশপ দিয়ে একটি লেআউট ডিজাইন করি। এরপর এইচটিএমএল, সিএসএস ব্যবহার করে ফ্রন্টএন্ডের কাজ সম্পুর্ণ করা হয়। সাধারণত প্রত্যেকটি সাইট এর মধ্যে কিছু কমন অংশ থাকে (যেমন: ব্যানার, লেফট মেন্যু ইত্যাদি) যা প্রতি পেজ এ বারবার রিপিট হয়। এগুলো একবারে করার জন্য আমরা প্রত্যেক পেজ এর কমন অংশগুলোকে ভাগ করে বিভিন্ন ফাইল এ রেখে নিজস্ব টেমপ্লেট তৈরী করি যা প্রত্যেক পেজে পিএইচপি এর ক্লাশ ফাইল দিয়ে যুক্ত করা হয় । এভাবে আমরা সম্পুর্ন ওয়েবসাইটটি দাঁড় করাই এবং ওয়েবে আপলোড করে ডাটা ইনপুট দিতে শুরু করি।’

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনা

ওয়েবসাইটটিকে আরো ইউজার ফ্রেন্ডলি এবং সর্বষ্চরের মানুষের ব্যবহার উপযোগী করার জন্য বেশ কয়েকটি পকিল্পনা গ্রহন করেছে এর ডেভেলপাররা। এর মধ্যে রয়েছে ওয়েবসাইটির একটি বাংলা ভার্সন তৈরী যা দেশের সর্বষ্চরের মানুষের কাছে গ্রহনযোগ্য হবে। চিকিৎসা সংক্রান্ত যেকোন সমস্যার তাৎক্ষনিক সমাধান দেয়ার জন্য পোর্টালটিতে আর্টিফিসিয়াল ইন্টিলিজেন্স যোগ করার প্রচেষ্টা চলছে। দেশের বিভিন্ন স্থানে যেখানে ইন্টারনেট রয়েছে সেই সব স্থানে এমনকি গ্রামের দরিদ্র জনগণের দোরগোড়ায় স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছে দেয়ার জন্য অনলাইন স্বাস্থ্যকেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। এছাড়া রোগীকে চিকিৎসার জন্য এক স্থান থেকে অন্য স্থানে নেয়ার জন্য প্রয়োজনীয় এম্বুলেন্সের তথ্য ও ওয়েব সাইটিতে রাখার পরিকল্পনা রয়েছে।

চাই সহযোগীতা

এতকিছুর পরও ছোট্ট একটি হতাশা রয়েছে চার ডেভেলপারের মনে। এব্যাপারে মোঃ আব্দুল ওয়াদুদ জানান, ‘যেহেতু আমরা ছাত্র তাই ৗ্ৗি.সবফরহবঃনফ.পড়স এর জন্য বিভিন্ন ডাক্তারদের, হাসপাতালের, ডায়াগনষ্টিক সেন্টার, ব্লাড ব্যাংক, ব্লাড ডোনার, কিডনী ডোনার, আই ডোনার ইত্যাদির তথ্য সংগ্রহ করা আমাদের পক্ষে কষ্টকর হয়ে পড়ে। আশার কথা হলো অনেকেই স্বেচ্ছায় আমাদের ওয়েবসাইট ব্রাউজ করে সাইন আপ এর মাধ্যমে বিভিন্ন তথ্য দিচ্ছে। এভাবে তথ্য প্রদান করলে অল্পসময়ে আমাদের ডাটাবেজকে আরো অনেক শক্তিশালী করতে পারবো। তাছাড়া মেডিকেল কনসালটেন্সি বিভাগে ডাক্তারদের ফি প্রধান করে অনলাইনে বসানো আমাদের পক্ষে অসম্ভব । তাই সরকার, দাতাসংস্থা, সরকারী-বেসরকারী হাসপাতাল ও স্বাস্থ্য সেবায় নিয়োজিত বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং বিভিন্ন সমাজসেবায় নিয়োজিত ব্যাক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সর্বাত্ত্বক সহযোগিতা কামনা করছি। সকলের সর্বাত্ত্বক সহযোগিতা পেলে আমরা এই ওয়েব সাইটটিকে বাংলাদেশের স্বাস্থ্য তথ্যের নির্ভরযোগ্য এবং তথ্য বহুল ওয়েব পোর্টাল হিসাবে সফল ভাবে প্রতিষ্ঠা করতে পারব।’

আশা করা যায়, চার তরুনের স্বপ্নের সফল রুপায়ন ঘটবে তাদের ওয়েব পোর্টালের মাধ্যমে। সবচেয়ে মজার ব্যাপার হচ্ছে তাদের এই ওয়েব পোর্টালটি দেশীয় অন্যান্য ওয়েব সাইট থেকে বেশ ব্যতিক্রমী। আর ওয়েবসাইটিকেও বেশ ইউজার ফ্রেন্ডলি করে তৈরী করা হয়েছে যার ফলে যেকোন তথ্য খুঁজে বের করা বেশ সহজ। সবকিছূ মিলিয়ে চমৎকার এই ওয়েবসাইটটিকে বাচিঁয়ে রাখার দ্বায়িত্ব আমাদের সকলের।

❑ *গ্রন্থনা: মোঃ আরাফাতুল ইসলাম*